

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের বিএফআরআই পরিদর্শন



মতবিনিময় সভায় উপস্থিত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ও বিএফআরআই এর কর্মকর্তা ও অতিথিকৃদ

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর পরিচালক জনাব একেএম শওকত আলম মজুমদার (যুগ্মসচিব)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা (বন ব্যবস্থাপনা উইং) ড. হাসিনা মরিয়ম, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা (বনজ সম্পদ উইং) ড. মো. মাহবুবুর রহমানসহ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, শাখা প্রধান, সকল গবেষণা কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান, মাননীয় উপদেষ্টার সহকারী একান্ত সচিব জনাব আশিকুর রহমান সমী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা জনাব দীপংকর বর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষণ জনাব মোল্যা রেজাউল করিম, চট্টগ্রাম বন একাডেমির পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এবং রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম এর সচিব (উপসচিব) জনাব বিদিশী সোধোবি চাকমা।

সভার শুরুতেই বিএফআরআই এর পরিচালক মহোদয় তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একান্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদসহ যোঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁদের স্মরণ করেন। তিনি আরও স্মরণ করেন ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে শহিদ ও হাজার হাজার পশুত্ব বরণ করা ছাত্র জনতাকে যোঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে নতুন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বন ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন



পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএফআরআই এর পরিচালক মহোদয়

বিষয়ক গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বন ও বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় মানসম্মত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ভোক্তাজনগোষ্ঠীকে অবহিতকরণ এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। এসময়ে বিএফআরআই এর চলমান গবেষণা কর্মকাণ্ডের উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে সরকার গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব প্রদান করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং পরিবেশ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বনজ সম্পদ রক্ষা ও টেকসই



মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় বিএফআরআই এর প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

ব্যবস্থাপনায় আধুনিক গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময়ে তিনি প্রাকৃতিক বনে সামাজিক বনায়নের প্রভাব এবং বন্যপ্রাণীসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা বাড়ানোর পাশাপাশি বাঁশ, বেত, ভেজ উদ্ভিদসহ অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং ম্যানগ্রোভসহ উপকূলীয় অঞ্চলের বন নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। বিএফআরআই এর পরিচালক মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং সভাশেষে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় বিএফআরআই এর প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে একটি পলাশ বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদ্‌যাপন



শহিদবেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএফআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. এর প্রথম প্রহরে ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলার জন্য যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন সেই সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বন গবেষণাগার উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পরে বিএফআরআই এর ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ সিপাহি মফিজুল ইসলাম এর সমাধিতে ইনস্টিটিউট এর পক্ষ থেকে একে অফিসার্স ক্লাব, বনানী সংঘ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এ সময়ে সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এর পরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত রাখা হয় এবং বাদ আসর বিএফআরআই জামে মসজিদে বায়ান্নর ভাষা শহিদ, জুলাই'২৪ এর শহিদসহ দেশ মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

বিএফআরআই-এর পরিচালক মহোদয়ের ইনস্টিটিউটের হেঁয়াকো ও ইছামতি বীজবাগান কেন্দ্র পরিদর্শন



বিএফআরআই এর পরিচালক মহোদয়ের হেঁয়াকো ও ইছামতি বীজবাগান কেন্দ্র পরিদর্শন ও বৃক্ষের চারা রোপণ

গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. বিএফআরআই এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ কে এম শওকত আলম মজুমদার চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় অবস্থিত বীজবাগান বিভাগের ইছামতি বীজবাগান কেন্দ্র এবং গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার হেঁয়াকো বীজবাগান কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমানসহ

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে পরিচালক মহোদয় কেন্দ্র দুটির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং গবেষণাসহ সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ও বিভিন্ন বাগান পরিদর্শন করেন। পরিচালক মহোদয় ইছামতি বীজবাগান কেন্দ্রে একটি কৈলাম বৃক্ষের চারা এবং হেঁয়াকো বীজবাগান কেন্দ্রে একটি গুটগুটিয়া বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

বিস্ময়কর পতঙ্গ Cicada (উচ্চিংড়ে / ঘুর্ঘুরে)

Cicada হলো Cicadoidea সুপারফ্যামিলির অন্তর্গত একদল কীট, যারা তাদের দীর্ঘ জীবনচক্র ও তীব্র শ্রীষ্মকালীন কোরাসের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বব্যাপী তিন হাজারেরও বেশি প্রজাতির সিকাডা শনাক্ত করা হয়েছে, যারা আন্টার্কটিকা বাদে সকল মহাদেশে বাস করে। তারা সাধারণত বনাঞ্চলে থাকে, যেখানে তারা পাতা বিশিষ্ট গাছ বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ থাকে যেমন: মধ্যম তাপমাত্রার বন থেকে শুরু করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গল পর্যন্ত। সিকাডারা তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় মাটির নিচে অল্প বয়সি নিষ্ফ হিসেবে লুকিয়ে কাটায়, কিন্তু তাদের মাটির উপরে সংক্ষিপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক জীবন অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ।

সিকাডার জীবনচক্র অদ্ভুত ধরনের, যা জীববিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেছে। তাঁদের জীবন শুরু হয় গাছের বাকলে ডিম হিসেবে। ডিম ফুটে ছোটো নিক বের হলে তারা মাটিতে পড়ে গিয়ে গাছের শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করতে মাটির নিচে চুকে যায়। বেশিরভাগ সিকাডা প্রজাতি মাটির নিচে ১ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত থাকে (কখনো তাঁরও বেশি), তবে প্রতিটি প্রজাতির সকল সদস্য একই সময়ে বের হয় না। ফলে কিছু সিকাডা প্রতি বছরই দেখা যায়, যদিও এদের প্রত্যেকের বিকাশে কয়েক বছর সময় লাগে। এদের “বার্ষিক সিকাডা” বলা হয়।

সিকাডারা তাঁদের জীবনের বেশিরভাগ সময় অগোচরে থাকলেও শব্দের মাধ্যমে তারা মনোযোগ আকর্ষণ করে। পুরুষ সিকাডারা তালপেটে বিশেষ অঙ্গ (tymbal) ব্যবহার করে উচ্চ শব্দ উৎপাদন করে, যা ৮০-১০০ ডেসিবেল পর্যন্ত হতে পারে। যা একটি ড্রিল মেশিনের শব্দের সমান। প্রত্যেক প্রজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে, যা স্ত্রী সিকাডাদের সঙ্গী খুঁজতে সাহায্য করে। সিকাডার নিষ্ফরা মাটিতে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এবং গাছের শিকড় থেকে রস সংগ্রহের ফলে মাটির বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। মাটির উপরে এসে তারা বিভিন্ন শিকারির



সিকাডা (উচ্চিংড়ে/ঘুর্ঘুরে) পোক

খাবারের উৎস হয়। সিকাডার গণঅবির্ভাবের কারণে বছরে খাদ্য সরবরাহ বেড়ে যায়, যা পুরো বাস্তুতন্ত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মৃত সিকাডাদের দেহাবশেষ পঁচে মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, যা প্রাকৃতিক সার হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের উপক্রান্তীয় আবহাওয়া ও বিচিত্র বাসস্থান সিকাডাদের জন্য অনুকূল। ২০১৬ সালের একটি জরিপে বাংলাদেশ ও ভারতে ১৮৯ প্রজাতির সিকাডার সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এসব সিকাডার গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। বাংলাদেশে সিকাডাদের উপর বিস্তারিত গবেষণা জরুরি, যা দেশটির জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখবে।

উৎস: ফরজিলা তাসনিম, গবেষণা সহকারী, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

পিরোজপুরে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. পিরোজপুর জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের কাঠ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. রওশন আলী। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান। এছাড়া কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মো. আলাউদ্দীন ফুএদ জনী ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মো. নজরুল ইসলাম। কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ যেমন: বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তর, বিআরডিবি, স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, কাঠ ব্যবসায়ী, নার্সারি, করাতকল ও ফার্নিচার মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং বিএফআরআই এর বিভিন্ন ভোক্তাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব অসীম কুমার পাল। বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব অসীম কুমার পাল এবং কাঠ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. রওশন আলী।

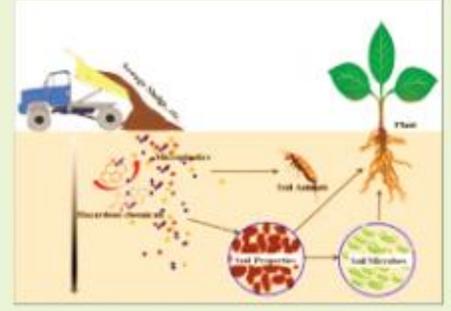
উক্ত কর্মশালায় কৃষিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, কাঠ, বাঁশ ও ছনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন ও বীজ সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠ শনাক্তকরণ, সৌরচুল্লীর মাধ্যমে কাঠ সিজান, বনজ উদ্ভিদের রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা, বাঁশের যজিত পণ্য উৎপাদন, কোথায় কি গাছ

লাগাবেন, বাঁশ চাষ ও কাড় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার নেছারাবাদ এ ব্যাপক পরিসরে কাঠের ব্যবসা হয় এবং এখান থেকে সারাদেশে কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট তাঁদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঠকে বীভাবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও টেকসই করা যায় এ ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। উনুভুক্ত আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মহোদয় বলেন, সারাদেশে ইউক্যালিপটাস গাছ ভরে গেছে এবং এর পরাগরণে অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানিসহ নানাবিধ ফুসফুসের রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে দায়ী করা হয়। এছাড়াও ইউক্যালিপটাস জমির আইলে রোপণের কারণে অতিরিক্ত পানি শোষণ করছে এবং পাতার আলিলোপ্যাতিক প্রভাবের কারণে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। ইউক্যালিপটাস রোপণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সবলকৈ সচেতন করার বিষয়ে তিনি বিএফআরআই বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের অংশগ্রহণকারীগণ বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জায়গা থেকে পিরোজপুর জেলাকে একটি নির্মল ও গ্রীন জেলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সুতরাং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকহারে বনায়ন ও প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এই পিরোজপুর জেলা আগামীতে একটি সবুজ পরিবেশবাহক শহর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

মাটি দূষণে মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাব



মাইক্রোপ্লাস্টিক ও মাটি দূষণ

মাইক্রোপ্লাস্টিক হচ্ছে প্লাস্টিকের অতিক্ষুদ্র কণা বা টুকরা, যেগুলোর আকার সাধারণত ৫ মিলিমিটার থেকে কম। বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য (যেমন: বোতল, ব্যাগ, মাছ ধরার জাল) পরিবেশে সূর্যের আলো, তাপ, পানি, অণুজীব প্রভৃতির প্রভাবে ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিকের অন্যান্য উৎস হলো মাইক্রোবিজস (ফেসওয়ারশ, জাব, টুথপেস্ট, কসমেটিক্সে ব্যবহৃত), সিনথেটিক ফাইবার (পোশাক থেকে), নারডল (প্লাস্টিক উৎপাদনের কাঁচামাল)। আকারে ক্ষুদ্র হওয়ায় এগুলো সহজেই মাটি, পানি ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিবেশের বিভিন্ন স্তরে জমা হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিবেশে শত থেকে হাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে এবং জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের অন্যতম সংগ্রহ ক্ষেত্র হল মাটি। মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলো যখন মাটিতে জমা হয়, তখন তা মাটির স্বাভাবিক গঠন ও উর্বরতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলো মাটির ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়, ফলে পানি ও বায়ু চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এতে গাছের শিকড় পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পানি পায় না; যা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি গ্রহণের বিঘ্ন ঘটায়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার হ্রাস পায়। মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি মাটির pH পরিবর্তন করে, মাটির সংযুক্তি (Soil Structure) গঠনে বাধা দেয় এবং মাটির পৃষ্ঠকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে মাটি ধীরে ধীরে আলগা এবং শুষ্ক হয়ে যায়। এই পরিবর্তনগুলো মাটির দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়া, মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি মাটিতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের সংখ্যা ও কার্যকলাপ কমিয়ে দেয়। এতে মাটির পুষ্টিচক্র ব্যাহত হয় এবং উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সহজলভ্য থাকে না। মাটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমের কার্যকলাপ মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতিতে ৩০-৫০% পর্যন্ত কমে যায়।

মাইক্রোপ্লাস্টিক থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ মাটিকে দূষিত করে এবং উদ্ভিদের মূলের কোষপ্রাচীর ভেঙে দেয়। আবার বিভিন্ন মাইক্রোপ্লাস্টিক ন্যানোপ্লাস্টিক (১ মাইক্রোমিটারের কম) আকারে গাছের টিস্যুতে প্রবেশ করে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলো পরিবেশে থাকা ভারী ধাতু (যেমন: সিসা, ক্যাডমিয়াম, পারদ ইত্যাদি) সহজেই নিজেদের পৃষ্ঠে শোষণ করে নিতে পারে, যা উদ্ভিদের কোষে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বাতাস, বৃষ্টিপাত, নদী-সমুদ্র ও মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে মাইক্রোপ্লাস্টিক বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বনে মাইক্রোপ্লাস্টিক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। সুন্দরবনের নদী, খাল ও মাটিতে উদ্বেগজনক হারে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুন্দরবনের প্রতি লিটার পানিতে গড়ে ২টি এবং প্রতি কেজি মাটিতে গড়ে ৭৩৪টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা রয়েছে। এসব দূষণের প্রধান উৎস হলো পর্যটক ও বনজীবীদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক পণ্য যেমন: পলিথিন, পানির বোতল, চিপসের প্যাকেট, একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকের পেট ও কাপ। এছাড়াও বনসংলগ্ন গ্রাম থেকে নদীর মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য সুন্দরবনে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের বনাঞ্চলে মাইক্রোপ্লাস্টিকের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত এখনও অপ্রতুল। তাই বনাঞ্চল রক্ষায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপর সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বাড়ানোর পাশাপাশি মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে আমাদের আরও সচেতন হওয়া ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। তাই আসুন “একক ব্যবহার্য প্লাস্টিক বর্জন করি, মাটি দূষণ রোধ করি”

উৎস: নাইম নারিস, সহকারী মুক্তিবিজ্ঞানী, মুক্তিবিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৫ উদ্‌যাপন

গত ২৬ মার্চ ২০২৫ খ্রি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা (বন ব্যবস্থাপনা উইং) ড. হাসিনা মরিয়ম এর নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ সিপাহি মফিজুল ইসলামের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন বন গবেষণা কর্মকর্তা সমিতি, বনানী সংঘ (অফিসার্স ক্লাব) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও



স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএফআরআই এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

অগ্রগতি কামনা করে এবং দেশ মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্কারী সকল শহিদদের স্মরণে মোনাজাত ও দোয়া করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই ক্যাম্পাসের বনজ সম্পদ ভবন, প্রশাসনিক ভবন এবং প্রধান ফটকসহ গোলচতুর আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

কিশোরগঞ্জে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. কিশোরগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা (বনজ সম্পদ উইং) ড. মো. মাহবুবুর রহমান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব ফৌজিয়া খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব আ.ন.ম আব্দুল ওয়াদুদ। কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ যেমন: বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন

নিরূপণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. রওশন আলী।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কিশোরগঞ্জ একটি হাওর বেষ্টিত জেলা যার ৪৯ শতাংশ এলাকা হাওর অঞ্চল। বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেলে এখানকার রাস্তাঘাট, বসত-ভিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং রাস্তাঘাট, নদীর বাঁধ এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাওর অঞ্চলে কি ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি লাগানো উচিত তাঁর একটি তালিকা প্রস্তুত এবং সেগুলো যাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) লিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণ



প্রশিক্ষণকোর্সে উপস্থিত বিএফআরআই এর পরিচালক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গত ০৫ ও ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন বিষয়ক ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব এক ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন কর্মকর্তা এক কর্মচারীদের একটি প্রশিক্ষণ বিএফআরআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সর্বমোট ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটির সভাপতিত্ব ও উদ্বোধন মোহনা করেন ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ কে এম শওকত আলম মজুমদার। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটির প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন, সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ

নূরী (যুগ্মসচিব) অতিরিক্ত কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ। এসিআর লিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউট এর বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম এবং বনজ সম্পদ উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাহবুবুর রহমান। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এসিআর লিখন, অনুবেদন, প্রতিবাহুর ও ডেসিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন। এই প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে সঠিকভাবে এসিআর লিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

দুর্লভ তমাল উদ্ভিদ নিয়ে কিছু কথা



তমাল গাছ



তমাল ফল



তমাল বীজ



নার্গরিতে তমালের চারা

তমাল Ebenaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি চিরসবুজ বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Diospyros cordifolia*। এটি বনগাব, মহেশকান্ত ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এর আদিনিবাস মায়ানমার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের উষ্ণ অঞ্চল। বাংলাদেশের ২০১২ সালের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের তপশিল-৪ অনুযায়ী এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত। এটি একটি মহাবিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ। তমালের কাণ্ড খাটো, ঘনকালো গিটিযুক্ত। এর শাখা-প্রশাখা ছড়ানো এবং ছত্রাকৃতির। উদ্ভিদ চিরসবুজ, পত্রঘন। তমাল খুব ধীরে ধীরে বাড়ে। বড় হতে অনেক সময় লাগে। এর পাতা একান্তর ৩.৮-১৪ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা, ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার, পাতার গোড়ার দিকটা গোলাকার। বসন্তকালে তমালগাছে ছোটো ছোটো সাদা সাদা ফুল ফোটে। ফুলগুলো সুগন্ধযুক্ত। তমালের ফল গোলাকার ২.৫ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়, পাকলে লালচে বাদামি রঙের হয় এবং গাভের মতো বৃত্তিযুক্ত।

ভেষজ চিকিৎসায় তমালের নানাবিধ ব্যবহার আছে। জ্বর, ডায়রিয়া,

নিউমোনিয়া, গ্রন্থাবে সমস্যা, প্রসব পরবর্তী জ্বর, বিষাক্ত মাকড়সার কামড় ইত্যাদিতে তমাল গাছের নানান অংশ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এর বাকলের নির্ধাসে এন্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ আছে। তমালের নরম ডাল পানিতে পিষে ফোঁড়ায় নিলে ফোঁড়া ভালো হয়। তমালের কচি পাতা কলাপাতায় জড়িয়ে তাঁর উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে আগুনে সেক দিয়ে সেই ঝলসানো পাতার রস খাওয়ালে আমশয় ভালো হয়। তমালের ফল স্কার্ভি রোগের জন্য বিশেষ উপকারী। পা ফাটা নিরাময়ের জন্য শুকানো কাঁচা ফল ব্যবহার করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তমালকে পবিত্র বৃক্ষ হিসেবে পূজা দিয়ে থাকেন। একসময় মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে সারি সারি তমাল গাছ দেখা গেলেও এখন তা বিরল। তবে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের হিংগুলি বন গবেষণা কেন্দ্রে রয়েছে তমালের সংরক্ষণী গুট। এই উপকারী দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষটি সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি।

উৎস: গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রিসার্চ ফেস্টিভ্যাল এ বিএফআরআই এর অংশগ্রহণ

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং চিটাগাং ইউনিভার্সিটি হায়ার স্টাডি সোসাইটি “জামাল নজরুল ইসলাম-এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন” চট্টগ্রাম, গবেষণা উৎসব -২০২৫ এর আয়োজন করে। উক্ত গবেষণা উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, গবেষক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। গবেষণা উৎসবটিতে দেশের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিএসআরআই, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিএফআরআই এবং সরকারি বেসরকারি প্রায় ১৫০টি প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ গবেষণা মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ ইয়াহুইয়া আখতার তাঁর বক্তব্যে বলেন, যেহেতু রিসার্চ ফেস্টিভ্যাল একটি আয়োজন সেহেতু ভালোভাবে উপভোগ্য করার জন্য পরবর্তীতে মেলাটি তিন বা চারদিনব্যাপী আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সিস্টেম ইউজড প্রাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে এবং গাছে পেরেক লাগানো যাবে না। সিস্টেম ইউজড প্রাস্টিকের অবাধ ব্যবহারের ফলে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে এবং পরবর্তীতে এগুলো নালা খাল বেয়ে নদীতে পড়ছে ও খাদ্য চক্রে মাইক্রোপ্রাস্টিকের উপস্থিতি বাড়ছে। যা ভয়ংকর রূপে ক্যাম্পারসহ নানা জটিল রোগের দিকে



রিসার্চ ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ধাবিত হচ্ছে। অবশ্যই আমাদের প্রাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং সবাইকে সচেতন হতে হবে। ফেস্টিভ্যাল আয়োজক কমিটি ও অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশে গণিত ও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলাম এর কথা স্মরণ করেন। যিনি তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথম ভৌত বিজ্ঞান ও গণিত গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে গণিতের মতো জটিল বিষয়ে বিজ্ঞানী ও সাধারণ শিক্ষিতদের মাঝে সহজ ও গণমুখী করেছেন। যার অবদান আজ জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উক্ত গবেষণা মেলায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট তাঁদের গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, ফোল্ডার ও নিউজ লেটার উপস্থাপন করে।

সিঙ্গাপুর ডেইজি: আশ্রাসী (ইনভেসিভ) প্রজাতির উদ্ভিদ



সিঙ্গাপুর ডেইজি (আশ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ)

আমাদের চারপাশে খেলায় করলে অসংখ্য গাছ দেখা যায় যেগুলোতে চমৎকার ফুল ফোটে। এদের বেশিরভাগই গুল্ম বা লতাজাতীয় গাছ হয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ সময় এই গাছগুলো অল্পে অবহেলায় বড় হয় বলে এই গাছের প্রতি আমাদের বিশেষ নজর থাকে না। যদিও এই গাছগুলোতে খুব চমৎকার ফুল ফোটে আবার এগুলোর নানাবিধ গুণাগুণও থাকে। তেমনই একটি বৃক্ষ হলো সিঙ্গাপুর ডেইজি (Singapore daisy)। সিঙ্গাপুর ডেইজি Asteraceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski। ইহা Yellow dots, Creeping-ox-eye/Trailing daisy/Wedelia, Bay Biscayne creeping-ox-eye, Marigold Singapore daisy ইত্যাদি নামে পরিচিত। এর আদি নিবাস মেক্সিকো। এখন সারা বিশ্বে এই আগাছা ফুল ছড়িয়ে পড়েছে।

এটি একটি আশ্রাসী আগাছা। সিঙ্গাপুর ডেইজি পৃথিবীর ১০০টি নিকটতম আগাছার মধ্যে অন্যতম। একবার জন্মালে আর নির্বংশ হতে চায় না সহজে। সিঙ্গাপুর ডেইজি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যান্য কম বর্ধনশীল উদ্ভিদকে দমন করে। বিভিন্ন ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে, ফলন হ্রাস করে। বিশেষ করে স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে প্রতিযোগিতা করে অন্যান্য উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি করতে বাধা প্রদান করে। এই গাছ উপড়ে নিয়ে জৈবসার তৈরি করে জমিতে দিলে সেখানে আর কোনো গাছ জন্মায় না। এই গাছের শরীরে থাকে আইভ্যালিন ও অন্যান্য অ্যালিলো রসায়ন। এই রসায়ন

কম্পোস্ট তৈরি করার পরও নষ্ট হয় না। অতএব, যে জমিতে এই রসায়নসমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করা হয় সেখানে আর কিছু জন্মাতে পারে না। দুর্দমনীয় আগাছা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আগে নানা দেশে এই গাছ সুন্দর গ্রাউন্ড কভার হিসেবে বাগানে লাগানো হতো। এই আগাছাটি সহজ বিস্তারের কারণ হলো এটি বেলে, দোআঁশ, পাথুরে, অগ্নীয় বা ক্ষারীয় যেকোনো মাটিতে এরা সহজেই জন্মাতে পারে এমনটি সমুদ্রতীরবর্তী নোনা অঞ্চলসমূহেও। গাছ ছাঁটার সময় যে সব ক্ষুদ্র টুকরো মাটিতে পড়ে সেখান থেকে স্টেচালনের মাধ্যমে শিকড় গজিয়ে বিস্তার লাভ করে এই গাছ। এই আগাছার পাতায় আইভ্যালিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকায় কোনো প্রাণী এর পাতা খায় না। সিঙ্গাপুর ডেইজির মতো একটি ক্ষতিকর আগাছা একটি গোটা দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশে এ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে ধরা হয় অস্ট্রেলিয়াকে। এরপর রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, হংকং ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ায় এই আগাছার কারণে পরিবেশের ক্ষতি বাদ দিয়ে হিসাব করলেও প্রতিবছর শস্যের ক্ষতি হয় ৩২ হাজার কোটি টাকার। ভয়ংকর আগাছা পার্থেনিয়ামের বীজ এভাবেই নানা দেশে ছড়িয়েছে। পার্থেনিয়ামকে জৈবভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর ডেইজির কোনো সফল জৈব নিয়ন্ত্রণ উদ্ভাবিত হয়নি। তাই এই ভয়ংকর আগাছার বিস্তার রোধে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

উদ্য: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।



বিভাগীয় কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মো. মতিয়ার রহমান-এর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মো. মতিয়ার রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ হতে “Soil Organic Carbon Dynamics in Some Selected Forest Areas of Bangladesh” শীর্ষক অতিসম্মানের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। গত ০৭-০৫-২০২৪ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় তাঁকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। পিএইচডি গবেষণার জন্য

তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (কিএআরসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত “National Agricultural Technology Program Phase-II” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফেলোশিপ লাভ করেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক। তাঁর উক্ত গবেষণা ফলাফল থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি বনভূমি, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বনভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি এবং শালবন অঞ্চলের বনভূমিসহ সংলগ্ন মৃত্তিকার জৈব কার্বনের মজুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, যাহা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং কার্বন ট্রেডিং এ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : একেএম শওকত আলম মজুমদার - পরিচালক (যুগ্ম সচিব) অসীম কুমার পাল - আহ্বায়ক
ড. ওয়াহিদা পারভীন - সদস্য সচিব মো: এমদাদুল হক - সদস্য



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : +৮৮-০২৪১৩৮০৭১৫, +৮৮-০২৪১৩৮০৭০১

